বিভাগ সমূহ থেকে প্রাপ্ত যৌক্তিক মুল্যের প্রতিবেদন নিম্নরুপঃ

মাসের নামঃ নভেম্বর/২০১৭ইং

বিভাগ	যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে জেলা কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ	যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নে বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ	যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নের পরিমান	যে সমস্ত জেলা হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি	মন্তব্য
ঢাকা	১। বাজারকারবারী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় করা ও বাজার মনিটরিং সভা করা হয়েছে। ২। বাজারদর মূল্য প্রদশনী বোর্ডে প্রতিদিন প্রদর্শন করা হচ্ছে ।	⁕ ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে সরবরাহ নিয়মিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ⁕ যৌক্তিক মূল্যে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৫ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১০ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৯ টি	মাদারীপুর নরসিংদী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, গাজীপুর ও শরিয়তপুর = ০৭টি	সন্তোষজনক নয়।
চট্টগ্রাম	বাজারকারবারী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় করা এবং নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রির ব্যাপারে নির্দেশনাসহ নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ২। প্রতিদিন বাজার পরিদর্শন করে বাজারে স্থাপিত মূল্য তালিকা বোর্ড হালনাগাদ করা এবং যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে বাজার কমিটির নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্টিজ ও বাজার কমিটির সমন্বয়ে বাজার পরিদর্শন করা হচ্ছে।	⁕ জেলা অফিস পরিদর্শন কালে সরেজমিনে বাজার পর্যাবেক্ষণ করে জেলা কর্মকর্তার কার্যক্রম সঠিক চলছে কিনা যাচাই করা হচ্ছে। এ যাবৎ বহুলাংশে সঠিক পাওয়া গেছে।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১১ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৪ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৯ টি	-	সন্তোষজনক

রাজশাহী	১। নিয়মিত বাজার কারবারীদের সাথে বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তক মূল্যে বিক্রয় উৎসাহিত করা এবং মূল্য তালিকা বোডে লেখা হচ্ছে।	বাজারদর সহনীয় পযায়ে রাখার জন্য ডিএমও/ডিএমআই গণকে নিয়মিত বাজার পরিদশন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১০ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৫ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৯ টি	-	সন্তোষজনক
খুলনা	১। নিয়মিত বাজার কারবারীদের সাথে বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তক মূল্যে বিক্রয় উৎসাহিত করা হচ্ছে।	এ বিষয়ে জেলা কর্মকর্তাদের কার্যক্রম চালানোর জন্য মনিটরিং অব্যহত রয়েছে।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১২ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৫ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৮ টি	-	সন্তোষজনক
রংপুর	১। মতবিনিময় সভা করা ও-প্রতিদিন বাজার মনিটরিং করা হয়েছে। ২। বাজারদর মূল্য প্রদশনী বোর্ডে প্রতিদিন প্রদর্শন করা হচ্ছে।	সকল পণ্য যৌক্তিক মূল্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে জেলা কর্মকর্তাদের সরেজমিনে বাজার মরিটরিং এবং প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনের সাথে সভা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১১ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৭ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৭ টি	রংপুর	সন্তোষজনক,
বরিশাল	১। মতবিনিময় সভা করা ও বাজার মনিটরিং করা। ২। বাজারদর মূল্য প্রদশনী বোর্ডে প্রতিদিন প্রদর্শন করা হচ্ছে।	বিভাগীয় কার্যালয় হতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে সভা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১৮ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ১০ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত	ভোলা	সন্তোষজনক,

			পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০২ টি		
সিলেট	১। ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা এবং কমিটির সদস্যদের নিয়ে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। ২। নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করা হচ্ছে।	জেলা ভিজিলেন্স টিমের মাধ্যমে বাজার পরিদর্শন অব্যাহত রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কোন কৃষিপণ্য যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে বেশী মুল্যে বিক্রয় করা হলে জরিমানা/দন্ডের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট টিমকে অবহিত করা হচ্ছে।	যৌক্তিক মূল্যে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যাগড়ে গড়ে ১৩ টি যৌক্তিক মূল্যের উর্দ্ধে বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৪ টি যৌক্তিক মূল্যের নিম্নদরে বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা গড়ে ০৮ টি	-	সন্তোষজনক

(মোঃ আব্দুর রশিদ)
উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)
ফোন-৯১১৩০৫৯

নভেম্বর/২০১৭ইং

ফসলের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্র/ নং	বিভাগের নাম	ফসলের মুল্য বৃদ্ধি বিষয়ক				ফসলের মূল্য হ্রাস বিষয়ক				মন্তব্য
		মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফসলের নাম	ফসলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ	ফসলের মূল্য হ্রাসে জেলা বাজার কর্মকর্তা, বাজার অনুসন্ধারনকারীগন কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ	বিভাগীয় উপ-পরিচালকগন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষপে	মূল্য হ্রাসকৃত ফসলের নাম	ফসলের মূল্য হ্রাসের কারণ	জেলা কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	বিভাগীয় উপ-পরিচালক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষ্যেপ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	চট্রগ্রাম রাজশাহী খুলনা রংপুর বরিশাল ও সিলেট বিভাগ	ধান, চাল, আটা, পিঁয়াজ, আদা, পটল, করল্লা, কাঁচামরিচ, বেগুন, শশা, ঢেড়স, ফুলকপি, বাঁধাকপি	১। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। ২। বৃষ্টির কারণে সব্জি ও পিয়াজের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সরবরাহ স্বল্পতার কারণে বাজার দর বৃদ্ধি পেয়েছে।	১। ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় এর মাধ্যমে জানা যায় বৃষ্টির কারণে সব্জির আমদানি কম। ২। বাজারদর যাতে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে বাজার মনিটরিং অব্যাহত আছে।	১। বাজার কারবারীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক এবং প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ২। বাজার মনিটরিং জোরদার করা, দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।	মশুর ডাল, চিনি, ডিম, আলু, কাঁচাপেপে, রসুন (দেশী /আমদানিকৃত) মুরগি (ফার্ম)।	সরবরাহ সন্তোষজনক থাকার কারণে মূল্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।	১। স্থানীয় চাহিদার তুলনায় সরবরাহ সন্তোষজনক হওয়ায় মূল্য হ্রাস পেয়েছে। ২। বাজার মনিটরিং অব্যহত আছে।	ফরওয়ার্ড লিংকেজ বৃদ্ধি করতঃ দাম যৌক্তিক পর্যায়ে আনার জন্য জেলা বাজার কর্মকর্তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।	আমদানি নির্ভর জেলায় যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা ও বর্ষা উপযোগী সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে বাজার দর স্থিতিশীল থাকবে।
মন্তব্যঃ ঢাকা বিভাগ হতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।										

(মোঃ আব্দুর রশিদ)
উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)
ফোন-৯১১৩০৫৯